হাসির হলেও সত্য

—কলির বৌ—

যুগের ধারা

ঠাকুরপো ও বৌদির ছড়া
হাসি রঙ্গে রসে ভড়া।

লেখক—শ্রীসুনীল সেন
২৭ অরবিন্দ পল্লী, কোন্নগর, হুগলী

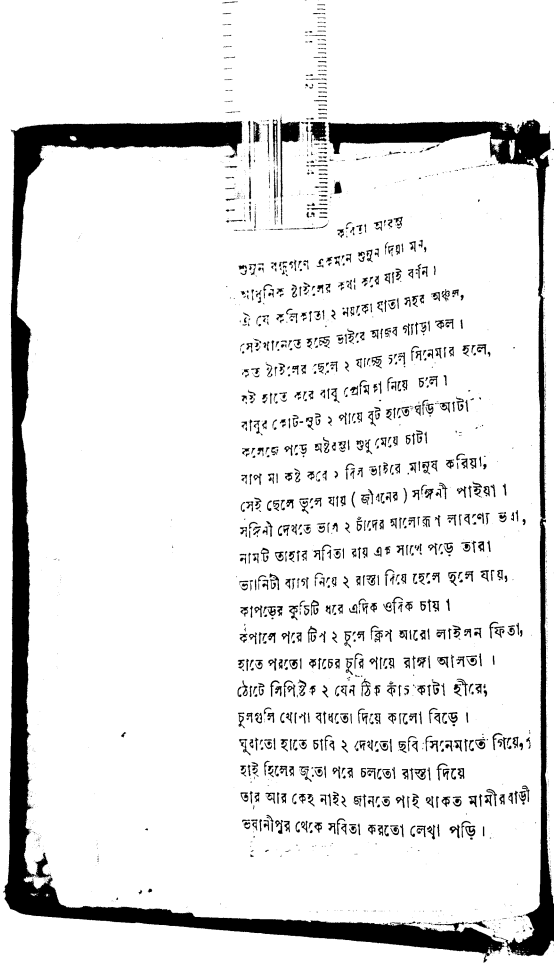

কবিতা আরম্ভ

শুনুন বন্ধুগণে একমনে শুনুন দিয়া মন,
আধুনিক ষ্টাইলের কথা করে যাই বর্ণন।
ঐ যে কলিকাতা ২ নয়কো যাতা সহর অঞ্চল,
সেইখানেতে হচ্ছে ভাইরে আজব গ্যাড়া কল।
কত ষ্টাইলের ছেলে ২ যাচ্ছে চলে সিনেমার হলে,
বই হাতে করে বাবু প্রেমিকা নিয়ে চলে।
বাবুর কোট-সুট ২ পায়ে বুট হাতে ঘড়ি আটা
কলেজে পড়ে অষ্টরম্ভা শুধু মেয়ে চাটা
বাপ মা কষ্ট করে ১ দিন ভাইরে মানুষ করিয়া,
সেই ছেলে ভুলে যায় (জীবনের) সঙ্গিনী পাইয়া।
সঙ্গিনী দেখতে ভাল ২ চাঁদের আলোরূপ লাবণ্যে ভরা,
নামটি তাহার সবিতা রায় এক সাথে পড়ে তারা
ভ্যানিটী ব্যাগ নিয়ে ২ রাস্তা দিয়ে হেলে দুলে যায়,
কাপড়ের কুচিটি ধরে এদিক ওদিক চায়।
কপালে পরে টিপ ২ চুলে ক্লিপ আরো লাইলন ফিতা,
হাতে পরতো কাচের চুরি পায়ে রাঙ্গা আলতা।
ঠোটে লিপিষ্টিক ২ যেন ঠিক কাঁচ কাটা হীরে;
চুলগুলি খোপা বাধতো দিয়ে কালো বিড়ে।
ঘুরাতো হাতে চাবি ২ দেখতো ছবি সিনেমাতে গিয়ে,
হাই হিলের জুতা পরে চলতো রাস্তা দিয়ে
তার আর কেহ নাই২ জানতে পাই থাকত মামীরবাড়ী
ভবানীপুর থেকে সবিতা করতো লেখা পড়ি।

তাহার রূপ দেখিয়া ২ যায় ভুলিয়া অজয় চক্রবর্ত্তি,
যেমন কৃষ্ণ পাগল হয়েছিল দেখিয়া শ্রীমতী
অজয়ের বাপ মা ২ দুইজনা আর একটি ভাই,
ছোট ভাইয়েয় নাম বিজয়কুমার সবাইকে জানাই
বাড়ী বারুইপুরেতে ২ জানি হাতে পিতা তাহার ছিল,
তিন দিনকার জ্বর হইয়া হঠাৎ মারা গেল
অজয় প্রেম করে ২ মন ভরে বালিগঞ্জের লোকে,
মা ভাই তার বাড়ী বসে কেঁদে মন শোকে।
তাদের ভালবাসা ২ যাওয়া আসা উভয়ের চলে,
বলে কত প্রেমের কথা বসিয়া নিরালে।
যেমন কৃষ্ণ রাধা ২ প্রেম বাঁধা ছিল বৃন্দাবনে,
ইহারা কিন্তু প্রেম করে বসিয়া বাঁশবনে।
এ বনে নাই জাটিলা ২ নাই কুটিলা নাই কোন ঝামেলা
মনের সুখে প্রেম করে যায় জুরায় মনের জ্বালা।
একদিন কালীঘাটে ২ দুইজনেতে করল মনের বিয়ে
পাঁচ টাকাতে বিয়ে হল মালা বদল দিয়ে।
এল বাড়ীতে ২ দুইজনেতে মায়ে দেশে বলে,
লেখাপড়া শিখে কি তুই গেলি রসাতলে।
অজয় মায়ের ধারে ২ বিনয় করে বলে বার বার,
বৌকে তুমি কিছু বলনা মিনতি আমার।
এযে পাৱের মেয়ে ২ করছি বিয়ে এর কোন দোষ নাই
নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করলাম তোমাকে জানাই।

অভয়ের গানবাউল সুর

বলি মাগো মা বউকে কিছু মন্দ বোল না,
তাকে তুমি মন্দ বললে আমার প্রাণে সইবে না
বৌ যে হয় পরের মেয়ে, তাকে আমি করেছি বিয়ে
সে যদি থাকে না খেয়ে, তোমায় খেতে দেব
রান্না করতে দিওনা তারে তুমি যেও রান্না ঘরে
নইলে আগুনের তাপে যাবে মরে, আরত ফিরে পাব না ।
বৌকে কাংতে দিওনা কয়লা, গায়ে পরবে ধুলো ময়লা
তাকে যদি দাও মা জালা, তোমায় দেব যাতনা ।
কুয়োর জল তুলে এনে স্নান করাইও ঘরের কোণে,
পুকুরেতে যায় না যেন ডুবলে প্রাণ বাঁচবে না ।
বউ যদি ভোর ঘুমিয়ে পড়ে তাকে দিও বাতাস করে,
গা টিপে দিও তারে নইলে তোমায় দিব যাতনা ।
বউ যে আমার কচি খুকী তাকে আমি সুখে রাখি,
দেখলে তারে জুড়ায় আখি তুমি তারে কষ্ট দিও না ।

—০—

এ সব কলির লীলা ২ না যায় বলা কি বলিব ভাই.
এই কলিতে স্ত্রীই পূজ্য দেখতে আমি পাই ।
তাইতো গিন্নি বলে ২ যাওনা চলে ভয় করি না আমি.
মেয়ে রাজার দেশ হয়েছে মানিনা কভু স্বামী ।
আমরা স্বাধীন মত ২ অবিরত ঘুরিয়া বেড়াব.
শাশুড়ীদের গঞ্জনা আর কভু না সহিব ।
আমরা ঘোমটা ফেলে যাব চলে সিনেমার ঐ হলে,
ধাক্কা মেরে চলে যাব আই অ্যাম সরি বলে ।
এতে বাধা দিলে ২ যাব চলে ডাইভোস করিয়া,
ইচ্ছামত ঘর করিব তোমাকে ছাড়িয়া ।

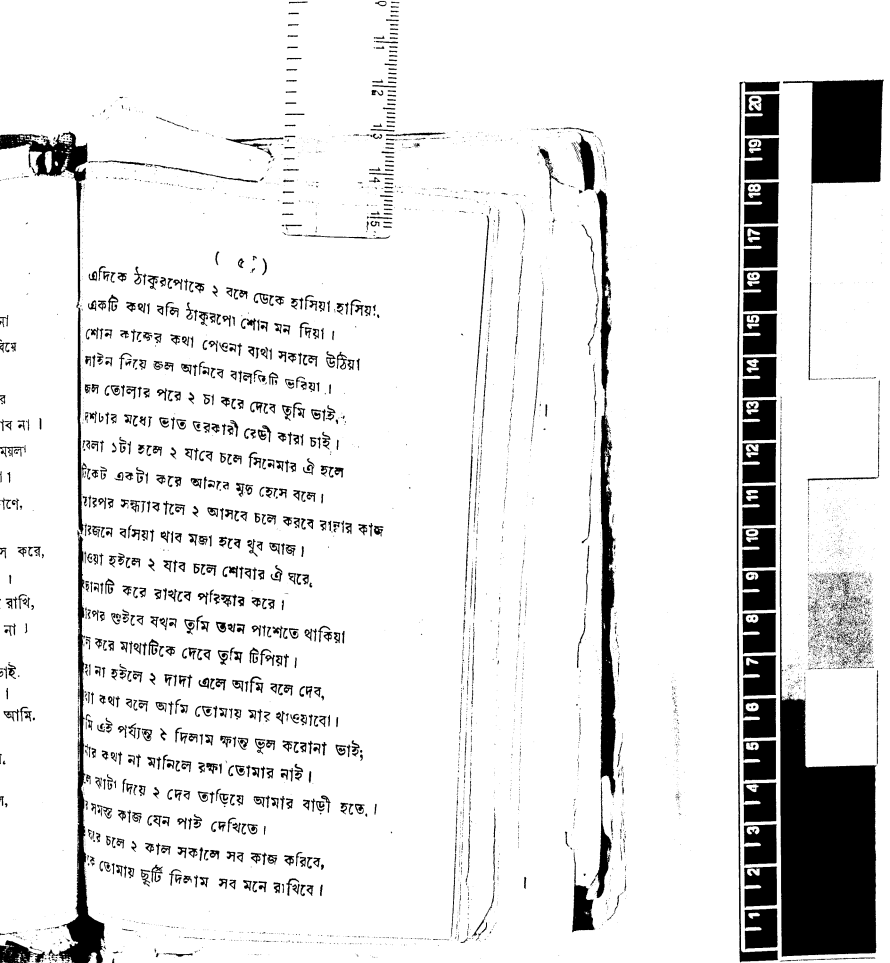

এদিকে ঠাকুরপোকে ২ বলে ডেকে হাসিয়া হাসিয়া,
একটি কথা বলি ঠাকুরপো শোন মন দিয়া।
শোন কাজের কথা পেওনা ব্যথা সকালে উঠিয়া
লাইন দিয়ে জল আনিবে বালতিটি ভরিয়া।
জল তোলার পরে ২ চা করে দেবে তুমি ভাই,
দশটার মধ্যে ভাত তরকারী রেডী করা চাই।
বেলা ১টা হলে ২ যাবে চলে সিনেমার ঐ হলে
টিকেট একটা করে আনবে মৃদু হেসে বলে।
তারপর সন্ধ্যাকালে ২ আসবে চলে করবে রান্নার কাজ
ারজনে বসিয়া খাব মজা হবে খুব আজ।
াওয়া হইলে ২ যাব চলে শোবার ঐ ঘরে,
িছানাটি করে রাখবে পরিস্কার করে।
ারপর শুইবে যখন তুমি তখন পাশেতে থাকিয়া
ন করে মাথাটিকে দেবে তুমি টিপিয়া।
া না হইলে ২ দাদা এলে আমি বলে দেব,
্যা কথা বলে আমি তোমায় মার খাওয়াবো।
মি এই পর্য্যন্ত ২ দিলাম ক্ষান্ত ভুল করোনা ভাই;
ার কথা না মানিলে রক্ষা তোমার নাই।
ে ঝাটা দিয়ে ২ দেব তাড়িয়ে আমার বাড়ী হতে।
় সমস্ত কাজ যেন পাই দেখিতে।
ারে চলে ২ কাল সকালে সব কাজ করিবে,
ে তোমায় ছুটি দিলাম সব মনে রাখিবে।

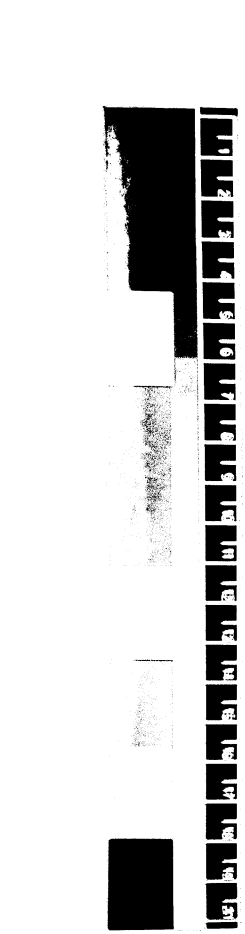

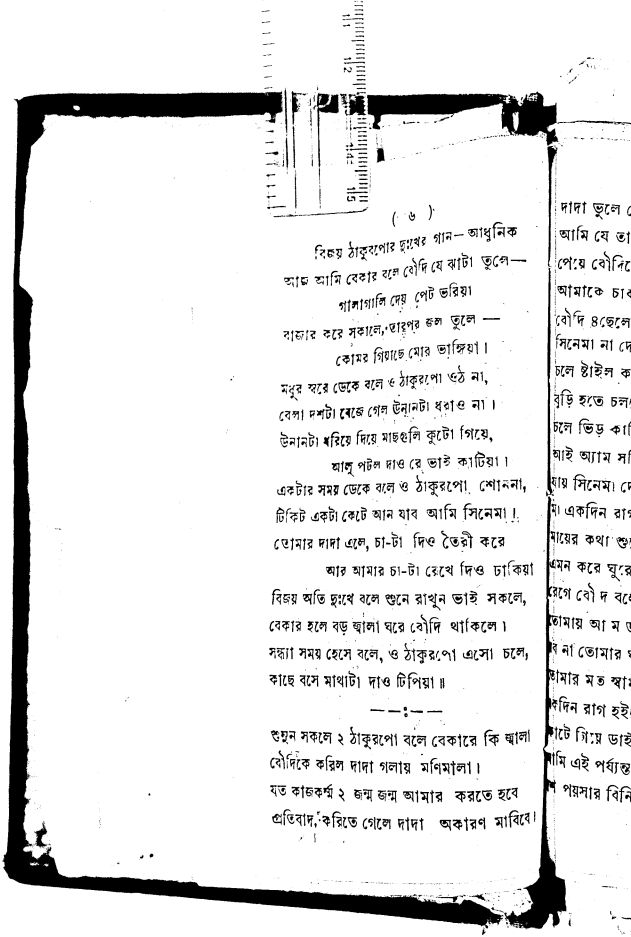

বিজয় ঠাকুরপোর দুঃখের গান— আধুনিক

আজ আমি বেকার বলে বৌদি যে ঝাটা তুলে—
গালাগালি দেয় পেট ভরিয়া
বাজার করে সকালে, তারপর জল তুলে —
কোমর গিয়াছে মোর ভাঙ্গিয়া।
মধুর স্বরে ডেকে বলে ও ঠাকুরপো ওঠ না,
বেলা দশটা বেজে গেল উনানটা ধরাও না।
উনানটা ধরিয়ে দিয়ে মাছগুলি কুটো গিয়ে,
আলু পটল দাও রে ভাই কাটিয়া।
একটার সময় ডেকে বলে ও ঠাকুরপো শোননা,
টিকিট একটা কেটে আন যাব আমি সিনেমা।
তোমার দাদা এলে, চা-টা দিও তৈরী করে
আর আমার চা-টা রেখে দিও ঢাকিয়া
বিজয় অতি দুঃখে বলে শুনে রাখুন ভাই সকলে,
বেকার হলে বড় জ্বালা ঘরে বৌদি থাকিলে।
সন্ধ্যা সময় হেসে বলে, ও ঠাকুরপো এসো চলে,
কাছে বসে মাথাটা দাও টিপিয়া॥

——:——

শুনুন সকলে ২ ঠাকুরপো বলে বেকারে কি জ্বালা
বৌদিকে করিল দাদা গলায় মণিমালা।
যত কাজকর্ম্ম ২ জন্ম জন্ম আমার করতে হবে
প্রতিবাদ করিতে গেলে দাদা অকারণ মারিবে।

দাদা ভুলে গেছে২ আপন হয়েছে বৌদি যে এখন,
আমি যে তার ছোট ভাই মনে নাই কখন।
পেয়ে বৌদিকে ২ বাপ মাকে ভুলে গেছে ভাই
আমাকে চাকর করে চাকর রাখে নাই।
বৌদি ৪ছেলের মা২ ষ্টাইল কমেনা রোজ দেখে সিনেমা
সিনেমা না দেখলে তাহার চোখে ঘুমটা আসে না।
চলে ষ্টাইল করি ২ লজ্জায় মরি ঘোমটা না হ দেয়,
বুড়ি হতে চললো বৌদি ঠোটে লিপিষ্টিক লাগায়।
চলে ভিড় কাটিয়ে ২ ধাক্কা দিয়ে পর পুরুষের গায়,
আই অ্যাম সরি বলে বৌদি মুচকি হেসে যায়।
যায় সিনেমা দেখতে ২ অনেক রাতে আসে ফিরিয়া,
মা একদিন রাগ হইয়া দাদাকে দেয় বলিয়া।
মায়ের কথা শুনে ২ মন আগুনে বৌদিকে দাদা বলে,
এমন করে ঘুরোনা তুমি মোদের সম্মান যাচ্ছে চলে।
রেগে বৌ দ বলে ২ যাব বাধা না মানিব,
তোমায় আ ম ডাইভোস করে অন্যের ঘর করিব।
ব না তোমার ঘরে ২ চাকুরী করে নিজে খেতে জানি,
তোমার মত স্বামী কভু আমি নাহি মানি।
একদিন রাগ হইয়া ২ মায় চলিয়া সবিতারাণী যায়,
কাটে গিয়ে ডাইভোস করে চাকুরী করে খায়
আমি এই পর্যন্ত ২ প্রেম বৃত্তান্ত ক্ষান্ত করে যাই,
শ পয়সার বিনিময়ে নিয়ে যাবেন ভাই।

(৮)

বাউল সুর

পয়সা নাই যার মরণ ভাল এ সংসারেতে;
পয়সা ছাড়া মাক্রগণ্য কেউ করে না জগতে—
টাকা পয়সা থাকলে ঘরে, গিন্নি কত আদর করে,
(আবার) একটু অভাব হলে পরে, ঝাটা তোলে মুখেতে—
স্বাধীন যুগের বধূ যারা, টাকা পয়সা গহনা
স্বামীর মন চায় না তারা, ফুলে থাকে রাগেতে—
এমনকার পুরুষ যারা, গিন্নির মন জোগায় তারা।
চলে না গিন্নির কথা ছাড়া, লাজে মরি বলিতে—
তাই নিত্যগোপাল বলে, কি ঘটিল কলিকালে।
বাপ মাকে দেয় দূরে ঠেলে, চলে গিন্নির কথাতে—

কলির গান—বাউল সুর

এই কলির শেষে বাংলা দেশে ভাইরে নতুন দেখব কত,
বাপ মায়ে খায় ভিক্ষা করে ছেলে থাকে বাবুর মত।
বাবুর বৌ হয়েছে রঙের বিবি, রোজ দেখা চাই টকীর ছবি,
কলির হাওয়ায় দেখি আজগুবি, হয় যে বউয়ের অনুগত।
আবার বাপ বেটাতে আলাপ করে ঠিক শালা সন্ধন্ধির মত
আপটুডেট মেয়ে যারা হাত কাটা ব্লাউজ পরে তারা,
রাস্তায় করে ঘোরাফেরা ছাড়া গরুর মত।
ভাবে দ্রৌপদীর যেমন পঞ্চ স্বামী ঐরূপ যদি আমার হত,
কবি নিত্যগোপাল বলে এসব দেখলে শরীর জ্বলে।
বউয়ের কথায় ছেলে চলে মাকে কষ্ট দেয় অবিরত,
বাবুর বিদ্যাশিক্ষা অষ্টরম্ভা পায় দিয়ে যায় মোজা জুতো।